দৈনিক ইনকিলাব

190

তারিখ 01 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ৯ কলাম 3

১৬ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গন

বরিশালে প্রাথমিক শিক্ষার সংকট

বরিশাল জেলার সর্বত্র সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখন মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন। গত অর্থ বছরে সমন্বিত স্কুল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেলার ৯টি উপজেলায় কোনরূপ অর্থ বরাদ্দ হয়নি। চলতি অর্থ বছরেও চারটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সরকারী জরিপ রিপোর্টে জেলার শতাধিক স্থানে স্কুলগৃহের অভাবে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস, ব্যাপক শিক্ষক সংকট, জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, স্থান সংকুলানের অভাব, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, পয়ঃপ্রণালী, স্কুলের ভবন ধসে পড়ার আশংকা ইত্যাদি হাজারো সমস্যার এক করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

জেলায় বর্তমানে ৮৪৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২১৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২,৪৫,৫৮৮ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। মোট ৩৮০৬ জন শিক্ষক পদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ১১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। সরকার ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক এবং ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১টি শ্রেণীকক্ষ নির্ধারণ করেছেন। এই হিসেবে জেলায় বর্তমানে সহস্রাধিক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে এবং প্রায় ৩শ' স্কুলের স্থান সংকুলানের সমস্যা রয়েছে।

সদর উপজেলায় এ যাবত ১০০টি স্কুল জরিপ করা হয়েছে। সরকারী স্কুলের সংখ্যা ১৩০টি। বেসরকারী ২৮টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫১,৪৮৩ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৭৪৮ জন। ২৮৪ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ৩০টি স্কুলের নতুন ভবন প্রয়োজন। মেরামতের অপেক্ষায় রয়েছে ৭০টি স্কুল এবং ৪০টি স্কুলে স্থান সংকুলানের অভাব রয়েছে। ৯৫টি স্কুলে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। ৯০টি স্কুলে টিউবওয়েল নেই।

বাকেরগঞ্জ উপজেলায় সরকারী স্কুলের সংখ্যা ১৫১টি। বেসরকারী ৪০টি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮,৫৩১ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৬৯০ জন। এখানে ২৭৬ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ৩৮টি স্কুলের নতুন ভবন প্রয়োজন। ৯১টি স্কুল মেরামতের অপেক্ষায় আছে এবং ৫২টি স্কুলে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। কোন স্কুলে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। ১০৩টি স্কুলে টিউবওয়েল নেই।

বাবুগঞ্জ উপজেলায় সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৬৫টি। বেসরকারী স্কুল ১২টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬,১২২। শিক্ষকের সংখ্যা ২৮৭। ৩৪ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ১০টি স্কুলের নতুন ভবন প্রয়োজন। প্রায় ৫০টি স্কুল মেরামতের অপেক্ষায় আছে। ৩০টি স্কুলে স্থান সংকুলানের অভাব রয়েছে। কোন স্কুলেই পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। ৩০টি স্কুলে টিউবওয়েল নেই।

উজিরপুর উপজেলায় সরকারী স্কুলের সংখ্যা ১০২টি। বেসরকারী ২৪টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৫,৯৯১ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৪১২ জন। শতাধিক নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। ৩৩টি স্কুলের নতুন ভবন প্রয়োজন। ২১টি স্কুলে স্থান সংকুলানের অভাব রয়েছে। কোন স্কুলেই পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। ৭৯টি স্কুলের আলমারী নেই। ৩০৩০ জোড়া বেঞ্চের প্রয়োজন।

গৌরনদী উপজেলায় সরকারী স্কুলে সংখ্যা ৮০টি। বেসরকারী স্কুলে সংখ্যা ২৫টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬,৬৮৭ জন। শিক্ষক সংখ্যা ৩২৬ জন। ১৬টি স্কুলের নতুন ভবন প্রয়োজন। ৬৪টি স্কুলের মেরামত প্রয়োজন। ৫০টি স্কুলের স্থান সংকুলানের অভাব রয়েছে। ৬৮টি স্কুলে পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই। ৫৫টি স্কুলে টিউবওয়েল নেই।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এ যাবত ৫টি উপজেলার জরিপ রিপোর্ট সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু হিজলা, মুলাদি, মেহেন্দীগঞ্জ ও আগৈলঝাড়াকে উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হবে বলে এগুলোর জরিপ রিপোর্ট তৈরী সম্বুক গতিতে করা হচ্ছে। জানা গেছে, এই চারটি উপজেলায় বিগত কয়েক বছর যাবত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদ থেকেও তেমন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এছাড়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী উজেলা পরিষদ নতুন স্কীম বাস্তবায়ন করতে পারে না।

চলতি অর্থবছরেও এই চারটি উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়লে শতাধিক স্কুলে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

—মিজানুর রহমান